57

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থেই শিক্ষকদের দাবি

এ, এন রাশেদা

১৯৯১ সালে সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করেছিল। সেই পে- স্কেল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হলেও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেলায় তা কার্যকরী করতে সরকার অস্বীকার করেছিল। এমনিতেই বেসরকারী শিক্ষকরা বেতন স্কেলের (প্রারম্ভিক) ৭০٪ পেয়ে আসছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্রদের থেকে প্রাপ্ত আয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব হয়ে উঠে না। সেইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের শুধু ঐ ৭০٪ নিয়েই নিশ্চুপ থাকতে হয়। অনেকে হয়ত বলবেন- সেইসব প্রতিষ্ঠান উঠিয়ে দিলেই হয়- যেখানে ছাত্রসংখ্যা কম বা আয় নির্বাচিত সরকারকে তা ভেবে দেখতে হবে।

জনগণকে আজ ভাবতে হবে- সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরূপ ভাতাদিসহ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেলের শিক্ষকদের যে দাবি তার কারণ এবং যৌক্তিকতা কোথায়? এই বিষয়ে একটি পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করা যাক।

শিক্ষা পরিসংখ্যান '৯২

	সরকারী			বেসরকারী		
	সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র
নিম্নমাধ্যমিক	–	–	–	২০০০	১৬,৯৮৯	২,১২৬৪৬
মাধ্যমিক	৩০২	৬৪৪২	১,৯৮৮০৫	৮৪১৩	১,০৬,১৮৫	২৭,৪৪,৬৬৮
কলেজ (উচ্চমাধ্যমিক)	১৩	১৬০	৩৯,০১৩	৩১০	৪৩৭৩	১,১৬,৯৮১
ডিগ্রী	২০৪	৬৮৮৩	৩,৪২২০৯	৩৪৩	৮,৫৩৪	৪১৩৬৭
মোট=	৫১৯	১৩,৪৮৫	৫,৮০,০২৭	১১,০৬৩	১,৩৬০৪১	৩৪,৬৭,৯৪৮

উৎসঃ সরকারের ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট ও ব্যান বেইসের পরিসংখ্যান।

পাঠক লক্ষ্য করুন, যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে এবং যারা দান করছে তারা উভয়ই ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়িত হলেও তাদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বেড়াজাল দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় বেশি হলেও সমাজ এবং অভিভাবকের কাছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দায়বদ্ধ না হওয়ার কারণে সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে এসেছে। অথচ সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য শিক্ষকদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে থানা ভিত্তিতে ১টি স্কুল ও ১টি কলেজ প্রকৃতঅর্থে সরকারীকরণের ডংকা বাজিয়েই যাচ্ছেন। অথচ মুখে বলছেন "জাতীয়করণ করলাম।" এসব দেখে মনে হয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। যদিও ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় স্কেলের প্রারম্ভিক হিসেব করে দেখিয়েছে ৭৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সরকারী না করে সকল বেসরকারীকে স্কেলের ১০০٪ দিলে ১০১ কোটি টাকা কম প্রয়োজন হবে। পূর্ণ স্কেল দিলে অবশ্যই কিছু বেশি পড়বে তবুও শিক্ষা কিছুটা হলেও নিশ্চিত করা যাবে। শিক্ষক এবং সমাজের ঐকান্তিক চেষ্টায় শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে।

কেউ কেউ শিক্ষাকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে তুলনা করেন। এখানে বিনিয়োগ বাড়ালে ফললাভ হয়, কাঁচামাল উন্নত পণ্যে রূপান্তরিত হয়। এই ইন্ডাস্ট্রির উন্নত ব্যবস্থা জাতিকে উন্নতর অবস্থার দিকেই নিয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশ সরকার সবচাইতে কম গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষায়। কিন্তু মুখে বলছে উল্টো কথা। ১৯৭৩-৭৪ সালে শিক্ষা খাতে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছিল ২০·৪٪। পরবর্তিকালে পর পর দু'জন সামরিক জান্তা তা কমিয়ে ১১ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। '৯৩-৯৪ অর্থবছরে তা হয়েছে ১৮٪। যা এখনও পূর্বের পর্যায়েই যেতে পারেনি। অথচ কাল্পনিক তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, শিক্ষা খাতকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে- পৃথিবীব্যাপী যখন শিক্ষা খাত Productive ব্যয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে; কারণ শিক্ষা মানব সম্পদের উন্নতি ঘটাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন- যন্ত্র তখনই সাধন করে যন্ত্রী যখন মানুষ হয়ে উঠে

তাই দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হয় তবে প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা। এ কাজে প্রয়োজন এ পেশার মান উন্নয়ন- উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করা, পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকা, চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা। উন্নত অনেক দেশেই পিএইচ ডি ডিগ্রী নিয়েও অনেকে স্বেচ্ছায় স্কুলের শিক্ষকতাকে বেছে নিচ্ছেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে সেখানে বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকদের দাবিসমূহ মোটেই অযৌক্তিক নয়। শিক্ষা গ্রহণ যদি মানুষের মৌলিক অধিকার হয়ে থাকে তাহলে তা দান করার ব্যবস্থা জাতীয়ভাবেই নিতে হবে। কাজেই শিক্ষাকে জাতির কাছে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ জাতীয়ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। তাই শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া জাতীয় স্বার্থেই। এইবোধ সরকারের যত তাড়াতাড়ি উদয় হবে ততই মঙ্গল।

প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ নিয়ে দু'টি বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমত আমাদের দেশে লোকসংখ্যার চাইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি নয়। কারণ প্রাথমিক পর্যায়েই যেখানে ৬৭٪ ঝড়ে পড়ে (Drop out) সেখানে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি বলা যাবে কিভাবে? এক হিসেব অনুসারে দেখা যায় ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আরও ৩০,০০০ প্রয়োজন হবে। সেখান থেকে যারা মাধ্যমিকে আসতে চাইবে তাদের জায়গা হবে কোথায়? দ্বিতীয়ত, সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে অসৎ কালো টাকা মালিক এবং ব্যাংক লুটেরাদের দফায় দফায় ঋণ মাফ করে শিল্প নয় শুধু বিলাস বহুল জীবন-যাপনই ঐ শ্রেণীকে উৎসাহিত করছে। অথচ শিক্ষার মত উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে আপত্তি করছে। বলা যেতে পারে এর কারণ সদিচ্ছার এবং দূরদর্শিতার অভাব।

সকলেই জানেন শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। যখন উন্নয়ন উন্নয়ন বলে সরকার প্রধান মেঠো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন উন্নয়নের জন্য সবচাইতে উৎপাদনশীল খাতকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে কেন? শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। সেই মেরুদন্ড সজীব ও সবল রাখতে পারে শিক্ষক। তাই প্রশ্ন- শিক্ষকদের অভুক্ত ও অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে রেখে মেরুদন্ড সবল রাখার কল্পনা কতটা বাস্তবানুগ জনগণকে এবং জনগণের

উৎসঃ ব্যানবেইস ১৯৯২ শিক্ষা পরিসংখ্যান

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এদেশের শিক্ষার্থীদের কতটা দায়ভার বহন করে। '৯২-এর হিসেব মতে যেখানে ৩৪,৬৭৯৪৮ শিক্ষার্থী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করছে সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৫,৮০,০২৭ জন শিক্ষাগ্রহণ করছে। শিক্ষা যদি মানুষের মৌলিক অধিকার হয়ে থাকে এবং তা প্রদান যদি রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য হয়ে থাকে তাহলে তার আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। শিক্ষকদের অভুক্ত এবং অসম্মানজনক অবস্থায় রেখে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সমাজ ও সরকারকে এ বিষয়গুলো বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে আর একটি হিসেবের দিকে লক্ষ্য করা যাক।

সরকারী/ বেসরকারী মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে বর্তমানে সরকার কর্তৃক শিক্ষক ও ছাত্র প্রতি ব্যয়ের বার্ষিক হার।

(সারণীটি সর্বনিম্নে দেয়া হল)

সরকারী	মাধ্যমিক	স্কুলের	শিক্ষক	প্রতি	বার্ষিক	খরচ=	৯৬,৫৭০ টাকা
,,	,,	,,	ছাত্র	,,	,,	,,	৩,১২৯ টাকা
বেসরকারী	,,	,,	শিক্ষক	,,	,,	,,	২৫,১৩১ টাকা
,,	,,	,,	ছাত্র	,,	,,	,,	৯৭২ টাকা
সরকারী	কলেজ		শিক্ষক	,,	,,	,,	১,৭২৫,৫৪ টাকা
বেসরকারী	,,		,,	,,	,,	,,	৪৮,৮১১ টাকা
সরকারী	,,		ছাত্র	,,	,,	,,	৩,১৮৭ টাকা
বেসরকারী	,,		,,	,,	,,	,,	১,১৮৯ টাকা

উৎসঃ সরকারের ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট ও ব্যান বেইসের পরিসংখ্যান।